রাজশাহী সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

হ্যান্ডনোট

শ্রেণীঃ নবম ও দশম

বিষয়ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা

অধ্যায়ঃ চতুর্থ (প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস)

জ্ঞানমুলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ কোন সময় থেকে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে জানা যায়?
উঃ 'পাল' রাজাদের শাসনকাল থেকে

প্রঃ গ্রিক বীর আলেকজান্ডার কত সালে ভারত আক্রমণ করেন?
উঃ খ্রিঃ পূঃ ৩২৭-২৬ অব্দে

প্রঃ গ্রিক লেখকদের লেখায় বাংলাদেশে ঐ সময় বসবাসকারী জাতির নাম কী?
উঃ গঙ্গারিডই

প্রঃ কত সালে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন?
উঃ খ্রিঃ পূঃ ৩২১ অব্দে

প্রঃ 'মৌর্য' বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

প্রঃ সম্রাট অশোক কোন বংশের রাজা?
উঃ 'মৌর্য' বংশের

প্রঃ সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল লিখ।
উঃ খ্রিঃ পূঃ ২৬৯-২৩২ অব্দে

প্রঃ ভারতে 'গুপ্ত' সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
উঃ ৩২০ খ্রিস্টাব্দে

প্রঃ 'প্রথম চন্দ্রগুপ্ত' কোন বংশের রাজা ছিলেন?
উঃ 'গুপ্ত' বংশের

প্রঃ 'সমুদ্রগুপ্ত' কোন বংশের রাজা ছিলেন?
উঃ 'গুপ্ত' বংশের

প্রঃ বাংলাদেশে 'মৌর্য' ও 'গুপ্ত' বংশের রাজধানী কোথায় ছিল?
উঃ 'পুন্ড্রনগর' বা 'পুন্ড্রবর্ধন'

প্রঃ 'বঙ্গ' ও 'গৌড়' রাজ্যের উত্থান ঘটে কখন?
উঃ গুপ্ত শাসন অবসানের পর (আনুমানিক ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে)

প্রঃ বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা বলা হয় কাকে?
উঃ 'শশাংক' কে

প্রঃ শশাংকের শাসনাধীন অঞ্চলের নাম কী?
উঃ গৌড়

প্রঃ শশাংক কত সালে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন?
উঃ ৬০৫-০৬ খ্রিস্টাব্দে (৬০৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে)

জ্ঞানমুলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ শশাংকের রাজধানীর নাম কী?
উঃ কর্ণসুবর্ণ

প্রঃ শশাংক কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
উঃ ৬৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দে (৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে)

প্রঃ শশাংক কোন ধর্মালম্বী ছিলেন?
উঃ শৈব

প্রঃ শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলায় যে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাকে কী বলে আখ্যায়িত করা হয়?
উঃ মাৎসান্যায়

প্রঃ মাৎসান্যায়ের সময়কাল কত?
উঃ প্রায় ১০০ বছর

প্রঃ মাৎসান্যায়ের অবসান ঘটান কে?
উঃ গোপাল

প্রঃ গোপাল কোন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা?
উঃ 'পাল' বংশের

প্রঃ লামা তারানাথ কে ছিলেন?
উঃ তিব্বতীয় ঐতিহাসিক

প্রঃ লামা তারানাথের লেখায় কোন রাজার ক্ষমতা লাভের বর্ণনা পাওয়া যায়?
উঃ পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠতা 'গোপালে'র

প্রঃ গোপালের পিতার নাম কী?
উঃ বপ্যট

প্রঃ গোপালের পিতামহের নাম কী?
উঃ দয়িতবিষ্ণু

প্রঃ গোপাল প্রতিষ্ঠিত পাল বংশের শাসনকাল লিখ?
উঃ ৭৫০-১১৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (প্রায় ৪০০ বছর)

প্রঃ 'খালিমপুর তাম্রশাসন' কোন রাজার আমলের?
উঃ রাজা ধর্মাপালের আমলের (এই তাম্রশাসন থেকে গোপালের ক্ষমতা লাভের ঘটনা জানা যায়)

প্রঃ পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে?
উঃ ধর্মপাল

প্রঃ ধর্মপাল কোন অঞ্চলে শাসন করতেন?
উঃ বাংলা ও বিহার

প্রঃ 'ত্রি-পক্ষীয়' বা 'ত্রি-শক্তির' সংঘর্ষ হয় কোন রাজার শাসনামলে?
উঃ রাজা ধর্মপালের শাসনামলে

প্রঃ 'ত্রি-পক্ষীয়' বা 'ত্রি-শক্তির' সংঘর্ষ মোট কতবার অনুষ্ঠিত হয়?
উঃ ২ বার

প্রঃ কোন স্থানের উপর আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে 'ত্রি-পক্ষীয়' বা 'ত্রি-শক্তির' সংঘর্ষ সংঘটিত হয়?
উঃ 'কনৌজ' বা 'কান্যকুব্জ'

প্রঃ ধর্মাপালের অপর নাম কী?
উঃ বিক্রমশীল

প্রঃ বাংলাদেশের কোন বৌদ্ধ বিহারটি ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত?
উঃ পাহারপুর বৌদ্ধ বিহার

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের অপর নাম কী?
উঃ সোমপুর বিহার

প্রঃ 'পাহাড়পুর' বা 'সোমপুর' বৌদ্ধ বিহার কে নির্মান করেন?
উঃ ধর্মপাল

প্রঃ তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথের মতে ধর্মপাল কতটি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন?
উঃ ৫০ টি

প্রঃ 'গর্গ' কে ছিলেন?
উঃ রাজা ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী

প্রঃ পাল বংশের শ্রেষ্ঠ বিজেতা কে?
উঃ দেবপাল

প্রঃ দেবপালের রাজধানী কোথায় ছিল?
উঃ মুংগেরে

প্রঃ দেবপাল কাকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বা অধ্যক্ষ নিয়োগ করেছিলেন?
উঃ 'ইন্দ্রগুপ্ত' নামক এক ব্রাহ্মণকে

প্রঃ নারায়ণপালের শাসনকাল লিখ।
উঃ ৮৬৬-৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (সবচেয়ে দীর্ঘদিন শাসন করেছেন তিনি; প্রায় ৫৪ বছর)

প্রঃ কোন পাল রাজার আমলে বরেন্দ্রে কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়?
উঃ রাজা দ্বিতীয় মহীপালের আমলে

প্রঃ কৈবর্ত নেতা কে ছিলেন?
উঃ 'দিব্যোক' বা 'দিব্য'

প্রঃ কৈবর্তদের নিকট থেকে বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার করেন কোন পাল রাজা?
উঃ রামপাল

প্রঃ রামপালের রাজধানীর নাম কী?
উঃ রামাবতি (বর্তমান মালদহের কাছাকাছি)

প্রঃ 'রামচরিত' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উঃ সন্ধ্যাকর নন্দী

প্রঃ পালবংশের শেষ রাজা কে ছিলেন?
উঃ মদনপাল

প্রঃ পাল বংশ কত বছর ধরে টিকে ছিল?
উঃ প্রায় ৪০০ বছর (৭৫০-১১২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

প্রঃ পাল রাজারা কোন ধর্মালম্বী ছিলেন?
উঃ বৌদ্ধ

প্রঃ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী রাজবংশ কোনটি?
উঃ চন্দ্রবংশ

প্রঃ চন্দ্ররাজবংশের রাজধানী কোথায় ছিল?
উঃ রোহিতগিরি (বর্তমান কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড়; ময়নামতি)

প্রঃ চন্দ্রবংশের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম কী?
উঃ শ্রীচন্দ্র

প্রঃ চন্দ্রবংশের শাসন কত বছর স্থায়ী হয়েছিল?
উঃ প্রায় দেড়শত বছর (দশম শতকের শুরু হতে একাদশ শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত)

জ্ঞানমুলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ সেন বংশের শাসনকাল লিখ।
উঃ ১০৬১-১২০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (প্রায় দেড়শ বছর)

প্রঃ সেনদের আদি নিবাস কোথায় ছিল?
উঃ দাক্ষিণাত্যের ‘কর্ণাট’

প্রঃ সেন রাজারা কোন বর্ণের লোক ছিলেন?
উঃ ব্রহ্মক্ষত্রিয়

প্রঃ বাংলায় সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
উঃ সামন্ত সেন

প্রঃ সেন বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেওয়া হয় কাকে?
উঃ সামন্ত সেনের পুত্র ‘হেমন্ত সেন’ কে?

প্রঃ সেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয় কাকে?
উঃ ‘বিজয় সেন’ কে

প্রঃ বিজয় সেনের রাজধানী কোথায় ছিল?
উঃ প্রথম রাজধানী ছিল হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে অবস্থিত ‘বিজয়পুর’ এবং
দ্বিতীয় রাজধানী ছিল বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার ‘বিক্রমপুর’

প্রঃ বিজয় সেনের শাসনকাল লিখ।
উঃ ১০৯৮-১০৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

প্রঃ বল্লাল সেন রচিত গ্রন্থদ্বয়ের নাম লিখ।
উঃ ‘দানসাগর’ ও ‘অদ্ভূতসাগর’

প্রঃ ‘কৌলিণ্য প্রথা’ প্রবর্তন করেছিলেন কে?
উঃ বল্লাল সেন

প্রঃ বল্লাল সেনের কোন গ্রন্থটির অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন তার পুত্র লক্ষ্মন সেন?
উঃ অদ্ভূতসাগর

উঃ সেন বংশের শেষ রাজা কে?
উঃ লক্ষ্মন সেন

প্রঃ লক্ষ্মন সেনের পুত্রদ্বয়ের নাম লিখ।
উঃ ‘বিশ্বরূপ সেন’ ও ‘কেশব সেন’

প্রঃ গুপ্ত শাসনের পূর্বে বাংলায় কোন সমাজের অস্তিত্ব ছিল?
উঃ ‘কৌম সমাজে’র

প্রঃ বাংলার প্রাচীনতম সমাজব্যবস্থা তথা শাসন-ব্যবস্থা কী নামে পরিচিত?
উঃ কৌমতন্ত্র

প্রঃ মৌর্য আমলে রাজ প্রতিনিধিকে কী নামে ডাকা হত?
উঃ মহামাত্র

প্রঃ গুপ্ত প্রশাসন ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় প্রশাসনিক বিভাগকে কী বলা হত?
উঃ ভুক্তি

প্রঃ ভুক্তিপতিকে বা ভুক্তির প্রধানকে কী নামে ডাকা হত?
উঃ উপরিক

প্রঃ শাসনকার্যে প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি হয় কোন সময়?
উঃ পাল আমলে

প্রঃ প্রাচীন বাংলায় তথা পাল আমলে উৎপন্ন পণ্য দ্রব্যের কতটুকু কর হিসেবে দিতে হত?
উঃ এক-ষষ্ঠমাংশ (ছয় ভাগের এক ভাগ)

অনুধাবনমুলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ প্রাচীন বাংলার ইতিহাস আমরা কিভাবে জানতে পারি?
উঃ ইতিহাসের অলিখিত উপাদানের মাধ্যমে, যেমন-শিলালিপি, তাম্রলিপি বা তাম্রশাসন, মুদ্রা, মূর্তি, ইমারত এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি।

প্রঃ পাল বংশের মোট কতজন শাসক ছিলেন?
উঃ ১৭ জন; যথা- গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, প্রথম বিগ্রহপাল, নারায়নপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল, প্রথম মহীপাল, ন্যায়পাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল, দ্বিতীয় মহীপাল, শূরপাল, রামপাল, কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল ও মদনপাল।

প্রঃ পাঠ্যপুস্তকে দক্ষিন-পূর্ব বাংলায় মোট কয়টি রাজবংশের/রাজ্যের নাম পাওয়া যায়?
উঃ ৫ টি; যথা- খড়গ বংশ, দেববংশ, কান্তিদেবের রাজ্য, চন্দ্রবংশ এবং বর্ম রাজবংশ।

প্রঃ চন্দ্রবংশের মোট কতজন শাসক ছিলেন?
উঃ ৬ জন; যথা- পূর্ণচন্দ্র, সুবর্ণচন্দ্র, ত্রৈলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, কল্যাণচন্দ্র এবং লডহচন্দ্র

প্রঃ সেন বংশের মোট কতজন শাসক ছিলেন?
উঃ ৫ জন; যথা- সামন্ত সেন, হেমন্ত সেন, বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মন সেন।

প্রঃ শাশাংককে বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
উঃ গুপ্ত সাম্রাজ্য পতনের পর পরবর্তী গুপ্ত বংশীয় রাজারা; যারা নিজেদের নামের সাথে গুপ্ত উপাধি ব্যবহার করতেন, তারা উত্তর বাংলা, পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশ ও মগধে ক্ষমতা বিস্তার করেন। ছয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ অঞ্চলই গৌড় নাম লাভ করে। পরবর্তীতে অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক গোলযোগের কারণে গুপ্তবংশীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে শশাংক নামে জনৈক সামন্ত সাত শতকের গোড়ার দিকে গৌড় অঞ্চল দখল করে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে পাল ও সেন আমলে গৌড় বলতে সমগ্র বাংলাকেই বোঝাত। যেহেতু শশাংকের হাত ধরেই স্বাধীন গৌড় রাজ্যের সূচনা হয়, তাই তাকে বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজার মর্যাদা দেয়া হয়।

প্রঃ মাৎসান্যায় কী? ব্যাখ্যা কর।
উঃ শশাংকের মৃত্যুর পর প্রায় একশ বছর ধরে বাংলায় এক অরাজক ও বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল। তখন বড় বড় শক্তিশালি রাজ্যগুলো দুর্বল রাজ্যগুলোকে গ্রাস করে নিচ্ছিল; ঠিক যেভাবে নদী বা পুকুরে বড় বড় মাছেরা ছোট ছোট মাছদের গিলে ফেলে। তাই মাছের এই আচরণের সাথে তুলনা করে ঐতিহাসিকগণ উক্ত বিশৃঙ্খল অবস্থাকে মাৎসান্যায় বলে অভিহিত করেছেন।

প্রঃ ধর্মপালকে পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
উঃ ধর্মপাল তাঁর শাসনামলে পর পর দুইবার ত্রি-পক্ষীয় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এই সংঘর্ষের উভয় পর্যায়েই তিনি পরাজিত হন। তদুপুরি তিনি তাঁর রাজ্য অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনকি তিনি পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত রাজ্যের রাজ্যসীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে ধর্মপাল বাংলাকে একটি সর্বভারতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করতে পেরেছিলেন। তাই তাকে পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়।

প্রঃ দেবপালকে পাল বংশের শ্রেষ্ঠ বিজেতা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
উঃ দেবপাল সিংহাসনে বসেই তিনি উত্তর ভারতে প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেন এবং উত্তর ভারতে উক্ত শক্তিদ্বয়ের অনুপ্রবেশ ঠেকিয়ে দিয়ে নিজ রাজ্যকে প্রথমেই ঝুঁকিমুক্ত করেন। এছাড়াও তাঁর সময়েই পাল সাম্রাজ্যের সীমা সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল। নিজ রাজ্যের বাইরে উত্তর ভারতের বিশাল অঞ্চল তাঁর দখলে এসেছিল। অন্যদিকে উড়িষ্যা ও কামরূপের উপরও তিনি আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁকে পাল বংশের শ্রেষ্ঠ বিজেতার মর্যাদা দেয়া হয়।

প্রঃ "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
উঃ যে বংশের লোকেরা প্রথমে ব্রাহ্মণ থাকে এবং পরে পেশা পরিবর্তন করে ক্ষত্রিয় হয় তাদেরকে বলা হয় ব্রহ্মক্ষত্রিয়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, বাংলার সেন শাসকেরা ছিলেন ব্রহ্মক্ষত্রিয়।

প্রঃ 'কৌলিণ্য প্রথা' বলতে কী বোঝায় ব্যাখ্যা কর?
উঃ রাজা বল্লাল সেন তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফলে তাঁর রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং বৌদ্ধ ধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে। তিনি হিন্দু সমাজকে অধিকতর পরিশীলিত করে গড়ে তোলার জন্য সমাজে বেশ কিছু নিয়ম-কানুন ও বিধি-নিষেধ জারী করেন। যেমন- এক বর্ণের মানুষ অন্য বর্ণের মানুষের সাথে মেলামেশা করতে পারবে না, এক শ্রেণী আরেক শ্রেণীর আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে না। একই সাথে নিজ বর্ণের বাইরে অন্য কোন বর্ণে কেউ বিয়ে করতে পারবে না। বল্লাল সেন প্রবর্তিত এই নিয়ম-কানুন কে কৌলিণ্য প্রথা বলা হয়।

উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ত্রি-শক্তির সংঘর্ষের সংঘর্ষের ফলাফল লিখ।

উঃ পাল রাজা ধর্মপালের রাজত্বকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ। উত্তর ভারতের কেন্দ্রবিন্দু কনৌজের উপর আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ সময় তিনটি রাজ্যের তিনটি রাজবংশের মধ্যে দুইবার সংঘর্ষ হয়। এটাই ইতিহাসে ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ নামে পরিচিত। নিচে ত্রি-শক্তি সং ঘর্ষের উভয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী রাজ্য ও রাজাদের নাম উল্লেখপূর্বক উক্ত সং ঘর্ষের ফলাফল দেখান হলঃ

সংঘর্ষের পর্যায়	রাজ্যের নাম	রাজার নাম	ফলাফল
প্রথম পর্যায়	বাংলার পাল বংশ	ধর্মপাল	ধর্মপাল বৎসরাজের কাছে পরাজিত হন
	রাজপুতনার গুর্জর প্রতিহার	বৎসরাজ	
	দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট	ধ্রুবধারাবর্ষ	
দ্বিতীয় পর্যায়	বাংলার পাল বংশ	ধর্মপাল	ধর্মপাল দ্বিতীয় নাগভট্টের কাছে কাছে পরাজিত হন
	রাজপুতনার গুর্জর প্রতিহার	দ্বিতীয় নাগভট্ট	
	দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট	তৃতীয় গোবিন্দ	
অর্থাৎ ত্রি-শক্তি সংঘর্ষের উভয় পর্যায়েই ধর্মপাল পরাজিত হয়েছিলেন			

প্রঃ প্রথম মহীপালকে পাল বংশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন?

উঃ গোপাল প্রতিষ্ঠিত পাল বংশ ধর্মপাল ও দেবপালের সময় সাফল্যের চরম শিখরে উন্নীত হয়। কিন্তু দেবপালের মৃত্যুর পর তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারের আমলে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে পাল সাম্রাজ্যের সীমা ধীরে ধীরে ছোট হতে থাকে। এ সময় পাল সাম্রাজ্য গৌড় ও তাঁর আশেপাশের অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এভাবে পাল সাম্রাজ্য যখন একেবারেই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়, ঠিক তখনই পাল সাম্রাজ্যের হাল ধরতে এগিয়ে আসেন প্রথম মহীপাল। সিংহাসনে বসেই তিনি পাল সাম্রাজ্যের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া রাজ্যগুলো জয় করেন এবং উক্ত বংশের হৃত গৌরব ফিরিয়ে এনে পাল সাম্রাজ্যকে তিনি দ্বিতীয়বারের মত একটি দৃঢ় ভিত্তির প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। এ জন্যই প্রথম মহীপালকে পালবংশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

প্রঃ রামপালকে প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে শেষ বিচ্ছুরণের সাথে তুলনা করা হয় কেন?

উঃ দ্বিতীয় মহীপালের সময় কৈবর্ত নায়ক দিব্য বা দিব্যকের নেতৃত্বে কৈবর্তরা বিদ্রোহ করে দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে এবং বরেন্দ্র দখল করে নেয়। এরপর দীর্ঘদিন বরেন্দ্র কৈবর্তদের দখলে থাকার পর পাল বংশের সিংহাসনে বসেন রামপাল। তিনি সিংহাসনে বসেই বরেন্দ্র উদ্ধারে সচেষ্ট হন এবং পরিশেষে কৈবর্তদের পরাজিত করে বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আর কোন যোগ্য উত্তরসূরী পাল বংশের শাসন ক্ষমতায় আসেন নি। ফলে রামপালের মৃত্যুর সাথে সাথেই পাল সাম্রাজ্যও ধ্বংস হয়ে যায়। অর্থাৎ রামপালই ছিলেন পাল বংশের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য শাসক; যাকে বলা হয় প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে শেষ বিচ্ছুরণ।

প্রঃ সেন আমলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ধীরে ধীরে কমতে থাকে কেন?

উঃ ধারনা করা হয় সেন রাজারা ছিলেন ব্রহ্মক্ষত্রিয়। যে কারণে পরবর্তীতে দেখা যায় যে, সেন বংশের প্রায় সকল শাসকই ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। যেমন বিজয় সেন ছিলেন শৈব, বল্লাল সেন ছিলেন তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী আবার ধারণা করা হয় লক্ষ্মন সেন পিতা ও পিতামহের ধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মোট কথা সেন রাজারা প্রত্যেকেই ছিলেন হিন্দু ধর্মের উদার পৃষ্ঠপোষক। যার ফলে প্রাচীন বাংলায় সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য তথা হিন্দু ধর্ম প্রসার লাভ করে এবং ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কমতে থাকে।

উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাজ্য ও রাজবংশ গুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও

উঃ নিচে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাজ্য ও রাজবংশ গুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হলঃ

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাজ্য ও রাজবংশসমূহের নাম ও পরিচয়

রাজবংশের নাম	রাজ্যের রাজধানী	শাসিত অঞ্চল	সময়কাল	মন্তব্য
খড়্গ বংশ	কর্মান্ত বাসক	ত্রিপুরা ও নোয়াখালী	৭ম শতক	কুমিল্লা জেলার বড় কামতার প্রাচীন নাম কর্মান্ত বসাক
দেববংশ	দেবপর্বত	সমগ্র সমতট অঞ্চল	৮ম শতক	দেবপর্বত কুমিল্লার নিকট ময়নামতির কাছে অবস্থিত
কান্তিদেবের রাজ্য	বর্ধমানপুর	হরিকেল	৯ম শতক	বর্তমান সিলেট কান্তিদেবের রাজ্যভুক্ত ছিল
চন্দ্রবংশ	লালমাই পাহাড় (প্রাচীন নাম রোহিতগিরি)	পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা (বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপ)	১০ম শতক	চন্দ্রবংশের শাসনের কেন্দ্র লালমাই পাহাড় হলেও, এ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা শ্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে
বর্ম রাজবংশ	বিক্রমপুর	দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা	১১শ শতক	বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার প্রাচীন নাম বিক্রমপুর

প্রঃ প্রমান কর যে, গুপ্তদের প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল বর্তমান আধুনিক বাংলাদেশের প্রশাসনের সদৃশ।

উঃ নিচে একটি ছকে পাশাপাশি গুপ্ত প্রশাসন ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা তুলে ধরা হলঃ

গুপ্ত প্রশাসন ব্যবস্থা	প্রশাসনিক স্তর বিন্যাস	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রশাসন
ভুক্তি	১	বিভাগ
বিষয়	২	জেলা
মন্ডল	৩	উপজেলা
বীথি	৪	ইউনিয়ন
গ্রাম	৫	গ্রাম

প্রঃ প্রাচীন বাংলার রাজবংশগুলোর একটি তালিকা তৈরী কর।

উঃ নিচে প্রাচীন বাংলার রাজবংশগুলোর একটি ধারাবাহিক তালিকা তৈরী করা হলঃ

ক্রঃ নং	রাজবংশের নাম	প্রতিষ্ঠাতা	শ্রেষ্ঠ শাসক
১	মৌর্য বংশ	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	অশোক
২	গুপ্ত বংশ	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত	সমুদ্রগুপ্ত
৩	শশাংক	শশাংক	----------
৪	পাল শাসন	গোপাল	ধর্মপাল
	দক্ষিন-পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাজবংশ	৫ টি রাজবংশ	চন্দ্রবংশের শ্রীচন্দ্র
৫	সেন শাসন	সামন্ত সেন	বিজয় সেন